মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৮০৫

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ১০. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - সালাতের নিয়ম-কানুন

আরবী

وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَاةُ مَثْنَى مثنى تشهد فِي كل رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشُّعٌ وَتَضَرُّعٌ وَتَمَسْكُنٌ ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُول ك تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا» . وَفِي رِوَايَةٍ: «فَهُوَ خداج» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

বাংলা

৮০৫-[১৬] ফাযল ইবনু ’আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নফল দু’ রাক্’আত। প্রত্যেক দু’ রাক্’আতেই ’তাশাহুদ’ ভয়ভীতি ও বিনয় এবং দীনহীনতার ভাব আছে। তারপর তুমি তোমার দু’ হাত উঠাবে। ফাযল বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ’’তুমি তোমার দু’ হাত তোমার রবের নিকট দু’আর জন্য উঠাতে হাতের বুকের দিককে তোমার মুখের দিকে ফিরাবে। আর বারবার বলবে, হে আল্লাহ! অর্থাৎ- দু’আ বার বার করবে। আর যে এভাবে করবে না তার সালাত এরূপ এরূপ। আর এক বর্ণনায় আছে, তার সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) অসম্পূর্ণ। (তিরমিযী)[1]

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : তিরমিযী ৩৮৫, য‘ঈফ আত্ তারগীব ২৮২। ইমাম তিরমিযী-এর সানাদটি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ আর তাতে ‘আবদুল্লাহ ইবনু নাফি‘ ইবনু ‘উমাইয়্যাহ্ রয়েছে যার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে জানা যায় না।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: প্রতি দু’ রাক্‘আতের পর তাশাহুদ পড়বে। প্রতি দু’ রাক্‘আতে একটি তাশাহুদ আছে। দু’ রাক্‘আতে সালাম ফেরাতে হবে। এখানে উত্তমের আলোচনা হয়েছে। নফল সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) রাতের বেলায় দু’ রাক্‘আত করে আদায় উত্তম। কেননা এ ব্যাপারে হাদীসে বর্ণনা রয়েছে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55364

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন